কক্সবাজার সৈকতে ভেসে নিখোঁজ মেহেরপুরের হেলাল, ছেলে উদ্ধার

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নেমে ভাটার তীব্র স্রোতে ভেসে গিয়ে মেহেরপুরের এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন। এ সময় তার ছেলেকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের কলাতলী পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ ব্যক্তি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন (৫২)। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার পশু হাসপাতালপাড়া এলাকার মৃত আনোয়ার শেখের ছেলে। উদ্ধার হওয়া তার ছেলে মোহাম্মদ নিলয় (২২) বর্তমানে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে, বাবা-ছেলে একসঙ্গে সমুদ্রে গোসল করতে নামলে ভাটার তীব্র স্রোতে তারা ভেসে যান। পরে উদ্ধারকারীরা নিলয়কে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও হেলাল উদ্দীনের এখনো কোনো সন্ধান মেলেনি।

কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের পর্যটন সেলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুর রহমান সায়েম জানান, পর্যটক নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো নিখোঁজ হেলাল উদ্দীনকে উদ্ধারে কাজ করছে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত

ঝিনাইদহ থেকে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত হয়েছে এছাড়া আরও দুইজনের

অবস্থা আশঙ্কা জনক। তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (৯মে) সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় যাত্রীবাহী মারসা পরিবহণের দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের চাঁদ আলী বকসের ছেলে নাইমুর রহমান জিহাদ
(২১) ও একই উপজেলার পোতাহাটী গ্রামের আনোয়ার হোসেনের একমাত্র ছিলে নাঈম (২২)।

নিহত’র খবর নিশ্চিত করে সদর উপজেলার মধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন শনিবার বিকালে জানান, জিহাদ ও নাঈমসহ তারা ৮ জনের একটি গ্রুপ ঘুরতে কক্সবাজারে যায়। তাদের বহনকৃত যাত্রীবাহী বাসটি শনিবার (৯ মে) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের হোটেল ফোর সিজনের সামনে পৌছালে দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় তাদের আরো ৪ বন্ধু গুরুতর আহত হন বলেও ইউপি চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন জানান। নাঈম ছিল সদা হাস্যউজ্জল এক যুবক। তার আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিশেষ করে নাঈম তার পিতার একমাত্র ছেলে ছিলেন। সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের মহিদুল ইসলাম জানান, যুবক নাইমুর রহমান জিহাদ বিজিবির চাকরী করতেন। চাকরীর বয়সও বেশি দিন হয়নি। চাকিরির ট্রেনিং পিরিয়ডে কষ্ট হওয়ায় জিহাদ চাকরী ছেড়ে বাড়ি চলে আসে। তার মৃত্যুতে পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানর ওসি আসাদুজ্জামান জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি নাইমুর রহমান জিহাদ ও নাঈম নামে দুই যুবকের মৃত্যুর তথ্য জানতে পেরেছেন। তাদের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোতাহাটী ও বাজারগোপালপুর গ্রামে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কক্সবাজারে শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যায় যুবকের মৃত্যুদন্ড

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার মামলায় মো. সোলেমান নামের এক ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক মোহাম্মদ ওসমান গনি এ রায় দেন।

মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামি মো. সোলেমান টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের চাকমারকুল এলাকার মৃত ছৈয়দ করিমের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। রায়ের বিষয়টি আদালতে নিযুক্ত সরকারি কৌসুঁলি মোশাররফ হোসেন প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, একটি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে পড়ত শিশুটি। ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর বিকেলে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পর বাড়ির সামনে খেলছিল সে। এ সময় কেক ও জুসের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন সোলেমান। ধর্ষণের এক পর্যায়ে শিশুটি অজ্ঞান হয়ে পড়লে একটি লাগেজে ভরে কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার উজানটিয়া ইউনিয়নের করিয়ারদিয়া বাঁধ এলাকায় নিয়ে যান তিনি।

সেখানে লাগেজ খুলে দেখতে পান শিশুটি মারা গেছে। তখন সেখানে শিশুটির লাশ কাদামাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। এরপর রাতে শিশুটির পরিবারকে ফোন করে সোলেমান জানান, তাদের মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে, মুক্তির জন্য পাঁচ লাখ দিতে হবে। শিশুটির পরিবার এ বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করে। পরে ৩ ডিসেম্বর সোলেমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সূত্র: প্রথম আলো ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তথ্যের ভিত্তিতে চকরিয়া উপজেলার অন্তর্গত ডুলহাজারা ইউনিয়নের পূর্ব মাইজপাড়া গ্রামে ডাকাতির খবর পেয়ে চকরিয়া আর্মি ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল দ্রুততার সাথে ঘটনাস্থলে যায়।

পরে রাত ৪টার দিকে মাইজপাড়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করার সময় ৭-৮ সদস্যের একটি ডাকাত দল সেনা টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার সময় লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জন (২৩) ডাকাত দলের কয়েকজনকে তাড়া করেন।

এ সময় ডাকাত দলের সদস্যরা লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জনের ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করলে গুরুতর আহত হয় এবং এতে তার প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তাৎক্ষণিকভাবে লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জনকে উদ্ধার করে মালুমঘাট মেমোরিয়াল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, ঘটনাস্থল থেকে ৩ জন ডাকাতকে আটকসহ ১টি দেশিয় তৈরি বন্দুক, ৬ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও ডাকাত সন্দেহে আরও ৩ জনকে আটক করা হয়।

আইএসপিআর আরও জানায়, দেশমাতৃকার সেবায় এই তরুণ সেনা কর্মকর্তার আত্মত্যাগ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে এবং সেই সাথে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জন টাঙ্গাইল জেলার একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী এই তরুণ সেনা কর্মকর্তা পাবনা ক্যাডেট কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে ৮২তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি হতে ২০২২ সালের ৮ জুন আর্মি সার্ভিস কোরে (এএসসি) কমিশন লাভ করেন।

সূত্র: কালবেলা

[redacted]

[redacted]

জলাশয় ও সমুদ্র অঞ্চল সংরক্ষণ, সমুদ্র সৈকতের নির্দিষ্ট সীমানা সংরক্ষণ, অবৈধ ও অপরিকল্পিত স্থাপনা অপসারণ, জল ও স্থলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দূষণ প্রতিরোধ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধা নিশ্চিতকরণ, আবাসন ব্যবস্থা বিষয়ক পরিকল্পনা, সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যবর্ধন ও ভূমিক্ষয় রোধকরণ করা হবে।

প্রকল্পটি ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর মোট ১৭৪.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন দেয়। গত ১২ জানুয়ারি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।